ই া টা া লি

নতুন বছর

নতুন বছরকে বরণ করতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কি গ্রাম কি শহর বসে বৈশাখী মেলা। বিন্নি বাতাসা থেকে পিঠে পায়েস আবার বর্তমান চলে পান্তা-ইলিশ সবকিছুই যেন মনে হয় নতুন। বৈশাখের সবকিছু নতুন করে দেয়।

বৈশাখকে মনে করলেই সেই মোগল সম্রাট আকবরের আমলের কথা মনে পড়ে যায়। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের জন্য দিন নির্ধারণ করে। রাজদরবারের মহাপন্ডিত আমির ফতেউল্লা শিরাজী ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে যে তারিখটি নির্ধারণ করে সেটা হলো ১লা বৈশাখ। আর সেই থেকে শুরু হয় বাংলা সন। বাংলা সনের গণনা খাজনা আদায়, মহাজনের খাজনার দেয়া সেই করুণ চিত্র আজও শরীর শিহরিত হয় আকবরের আমল না হলেও আজও তার রেওয়াজ চলে বাংলার সর্ব স্থানে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রকম পরিবর্তন হলেও আসলে বৈশাখ যেন এক নতুন বছরকে মনে করে বিভিন্নভাবে। কি আবহাওয়ার ব্যবহারে প্রাকৃতির নতুন সাজ। মহাজনের নতুনরূপ হাসিমুখ, হালখাতা, মিষ্টিমুখ, পুরাতন বাকি পাওনা, বাংলার সবখানে এটি না হলেও ব্যবসায়ীদের কাছে ঠিকই আছে। কৃষকের দুরাবস্থা, দেনাদারের করুণ অবস্থা ফসলের সিংহভাগ মহাজনের দরবারে চলে আসা চলছে এবং চলবে চিরকাল। ইংরেজি সন, মাস, তারিখে চলি/ বৈশাখ এলে বাংলা সনের কথা মনে করি। /কালবৈশাখী, হালখাতা, জমিদারি প্রথা/ দুঃখ সুখে আনন্দ বৈশাখের সঙ্গে গাথা। শুধু দেশে নয় প্রবাসেও বৈশাখ স্মরণ করি। যেখানে আছে বাঙালি সেখানেই বৈশাখের আনন্দ। শত ব্যস্ততা, শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলা বর্ষবরণ উৎসব বাঙালিদের কাছে এক মহামিলন মহাআনন্দ উৎসব। ইটালির প্রতিটি শহরেই ছোটখাটো করে হলেও বৈশাখী উদ্‌যাপিত হয় বাংলা বর্ষকে বরণ করে। মহিলারা সাজে বাংলা সাজে। পুরুষরা হয়ে ওঠে বাঙালি শিশুদের বাংলা আনন্দ সবই এই বৈশাখের কৃতিত্ব। ইটালির রাজধানী রোমে বর্ষবরণ ও বৈশাখী মেলা সর্ববৃহৎ। রোমের বৈশাখী মেলায় অন্যান্য শহর থেকেও বাঙালিরা আনন্দ উপভোগে ছুটে আসে পুরনো বুদ্ধদের সঙ্গে দেখা, জনস্রোতের এক মহামিলন উৎসব এই বৈশাখী মেলা। বাংলা সংস্কৃতি প্রকাশিত হয় প্রবাসের বিদেশীদের মাঝে। শুধু ইতালি নয়, বিশ্বের সর্বস্থানেই যেখানে আছে বাংলাদেশী সেখানেই বৈশাখী মেলা। সারা বছর বাংলায় না হলেও বৈশাখ বাংলা সনের কথা মনে করে দেয়, নিজেদের আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয়। বৈশাখের নববারতা সবাইকে নতুন করে সাজায়।

রেজাউল করিম মৃধা, Via-Dino Campana-22, 50135 Firenze, Italia

কা া না া ডা

কানাডার পথে ২ লাখ ৩৫ হাজার অভিবাসী

বেশ কয়েক বছর আগেও আমাদের জানা ছিল না যে, উন্নত বিশ্বের বেশ কিছু দেশে অল্প চেষ্টাতেই ইমিগ্র্যান্ট হওয়া যায়। জানতাম শুধু ডিভি লটারির মাধ্যমে আমেরিকায় আবেদন করা যায়। কিন্তু বর্তমানে পত্রিকা খুললেই দেখা যায় কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ইটালিসহ আরো কিছু উন্নত দেশে লেখাপড়ার জন্য ইমিগ্র্যান্ট কিংবা ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করে খুব কম খরচে ভিসার ব্যবস্থা করা যায়। অনেকের এখনো ধারণা রয়েছে যে, লাখ লাখ টাকা খরচ করলেই মনে হয় ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড কিংবা ইটালি, জার্মানি, ফ্রান্সে সহজেই যাওয়া যায়। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। ডিভি লটারিতে অংশগ্রহণ একটু সহজ। তাই অনেকেই খুব সহজেই আবেদনের চেষ্টা করতে পারে। তবে আপনি একটু চেষ্টা করলেই উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে আবেদন করতে পারেন। আপনি বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছেন সেখানকার স্থানীয় দূতাবাস থেকে ইমিগ্র্যান্ট আবেদনের ফরম সংগ্রহ করে ভালোভাবে পূরণ করে ইমিগ্র্যান্ট ফিসহ জমা দিয়ে ইন্টারভিউর জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। আর আগে ফি জমা না দিয়ে ইমিগ্র্যান্টের আবেদন করতে চাইলে, আপনি যে কোনো মাধ্যমে ইউরোপের দূতাবাস থেকে ইমিগ্র্যান্ট ফরম সংগ্রহ করে আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আপনি ঠিকানা বদল করে ইন্টারভিউ দিতে পারবেন। আবেদনপত্রে কোনো ভুল তথ্য দেবেন না। কানাডা ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ২ লাখ ৩৫ হাজার লোককে ইমিগ্র্যান্ট দেবে বলে ঘোষণা করেছে। দক্ষ-অদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং পরিবারকে অভিবাসন দেয়ার লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন আইন আগের থেকে সহজ করা হয়েছে। শিথিলকৃত নতুন আইন অনুযায়ী একজন আবেদনকারীকে শুধু ৬৭ পয়েন্ট পেলেই ইন্টারভিউর যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। আগে ইমিগ্রেশন ও রিফিউজি প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী আবেদনকারীকে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্ম অভিজ্ঞতা, ভাষা দক্ষতা, অ্যাডাপটিবিলিটি ও অ্যারেঞ্জ অ্যামপ্লয়মেন্ট এই ৬টি ফ্যাক্টরে সর্বমোট ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ন্যূনতম ৭৫ পয়েন্ট পেতে হতো। কারা ৬৭ পয়েন্ট অভিবাসনের জন্য যোগ্য হবেন। লোয়ার এডুকেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোফাইল, অ্যারেঞ্জ অ্যামপ্লয়মেন্ট- শিক্ষা, ট্রেডকোর্স পাস, ভাষা দক্ষতা (১২), কর্ম অভিজ্ঞতা -২১ (৪ বছরের), বয়স ১০, অ্যারেঞ্জ অ্যামপ্লয়মেন্ট-১০ (যদি জোগাড় করা যায়), অ্যাডাপটিবিলিটি-১০, আত্মীয়তা এবং আরো ৫ পয়েন্ট যদি অ্যারেঞ্জ অ্যামপ্লয়মেন্ট থাকে, শিক্ষা স্নাতক-২০, এসএসসি/এইচএসসি যেকোনো ট্রেডকোর্স পাস, ডিপ্লোমা-২০, বয়স ৩০-এর নিচে থাকলে-১২, ভাষা দক্ষতা-৮ তাছাড়া বেশকিছু সাধারণ/ নিম্নমানের চাকরির জন্য শিক্ষাগত ও কাজের অভিজ্ঞতা কম হলেও ইমিগ্র্যান্টের জন্য আবেদন করা যাবে। ইমিগ্রেশন মন্ত্রী ডেনিস কোডরের প্রস্তাবিত নতুন ইমিগ্রেশন আইনের ফলে অচিরেই কানাডায় অভিবাসন বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কানাডা প্রতিবছর রিফিউজি, স্কিলড, সাধারণ শ্রমিক ও ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার অভিবাসী গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাজ্জাদ কবীর, মন্ট্রিল, কানাডা

জা । র্মা । নি

সন্ত্রাসের কবলে বিপন্ন অভিবাসন

জার্মান সংসদের উচ্চকক্ষ বুন্ডেসটাগে যখন ঝুলন্ত অভিবাসীদের বৈধকরণ প্রক্রিয়ার মেরুকরণ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে, বিপুলসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী যখন অবশেষে এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে, ঠিক তখনই সবার আশায় গুড়েবালি দিয়ে স্থগিত হয়ে যায় আইন প্রণয়নের যাবতীয় কর্মকান্ড। কারণ ততক্ষণে ঘটে গেছে মাদ্রিদে একটি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী ঘটনা। সারা বিশ্বের মানুষ যখন টেলিভিশনের পর্দায় মাদ্রিদের ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণের নৃশংস দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ, তখনই জার্মানির সংসদে শুরু হয়েছে অন্যরকম একটি ঝড়।

মাদ্রিদের ১১ মার্চের সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত স্পেনে পড়াশোনারত মরোক্কান এক ছাত্রের কাগজপত্র পরীক্ষা করে স্প্যানিশ পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, সে এক সময় জার্মানির ডার্মস্টাড্ট শহরে থাকতো। টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি তা ফলাও করে প্রচারও করে। এনটিভির খবরে দাবি করা হয় যে, ছাত্রটি জার্মানির ডার্মস্টাড্ট কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের ছাত্র ছিল। এনটিভি খবরটি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপের মিডিয়াগুলোতে তোলপাড় শুরু হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনেকেই জার্মানির হামবুর্গ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। বিষয়টি জার্মানির জন্য খুবই স্পর্শকাতর। আবার প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় জার্মানির প্রতি অনেকেরই সন্দেহের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিরোধী জোটও যেন এমনই একটি সুযোগ খুঁজছিল। বিরোধী জোটের প্রবল চাপের মুখে জার্মান কোয়ালিশন সরকার ব্যাপক বেকায়দায় পড়ে যায়।

ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্টিং মিডিয়াগুলোর তোপের মুখে জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অটো শিলি অবশেষে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন। 'জার্মানি ইসলামী জঙ্গিদের আখড়া নয়। অতীতে অনেক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড জার্মানির ভেতর থেকে পরিচালিত হলেও জার্মান সরকার দক্ষতার সঙ্গে তা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে।' তিনি আরো উল্লেখ করেন যে মাদ্রিদের ১১ মার্চের

স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত খাজা শারজিল হাসানের দেয়া প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে আগত রিয়াদের ডেপুটি মেয়র প্রিন্স আবদুল আজিজ আল আইয়াফকে স্বাগত জানাচ্ছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস কর্মকর্তাবৃন্দ

রি । য়া । দ

রিয়াদে ২৬ মার্চ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৩তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশের মতো বিদেশের মিশনগুলোতেও যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে রিয়াদ দূতাবাস চত্বরে সৌদি আরবের প্রবাসী সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৬ মার্চ সকালেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। রিয়াদ দূতাবাস চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রদূত সৈয়দ খাজা শারজিল হাসান দিনের কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। দূতাবাসের তৃতীয় সচিব শিকদার মতিন রহমানের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আলোচনা অনুষ্ঠানের দূতাবাসের কর্মকর্তা আমিনুর রহমান অর্থসহ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের প্রেরিত বাণী পাঠ করেন দূতাবাস মিশন উপপ্রধান আলী আকবর। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান রাষ্ট্রদূত সৈয়দ খাজা শারজিল হাসান।

পরে রাষ্ট্রদূত তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আপনারা যারা প্রবাসী তাদেরকে বলছি, আপনারা সকল প্রকার দালাদলি, হানাহানি, সন্ত্রাস-সংঘাতমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শুধু দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে প্রবাসে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রবাসীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রবাসে আমাদের পরিচয় আমরা বাংলাদেশী এটাই আমাদের গর্ব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খানের বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের ডিফেন্স অ্যাটাচি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান। সকালের আলোচনা অনুষ্ঠানে দূতাবাসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও রিয়াদে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে রাষ্ট্রদূতের আয়োজিত রিয়াদের পাঁচতারা হোটেল রিয়াদ প্যালেস মিলনায়তনে সৌদি আরবে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের বিশেষ ভোজসভায় যোগ দেন সস্ত্রীক বিভিন্ন দেশের স্বস্ত্রীক রাষ্ট্রদূতগণ। তাদের অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ খাজা শারজিল হাসান ও তার পত্নী মিসেস রানা হাসান, মিশন উপপ্রধান আলী আকবর ও মিসেস আলী আকবর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান ও মিসেস রহমান। এ অনুষ্ঠানে রিয়াদের ডিপুটি মেয়র প্রিন্স আবদুল আজিজ আল-আইয়াকের উপস্থিতি ছিল উল্লাস ও উদ্দীপনামুখর। তার সরব উপস্থিতি রিয়াদে বাংলাদেশী প্রবাসীদের প্রতি যেন তার পূর্ণাঙ্গ আস্থারই বহিঃপ্রকাশ। এ সময় যে সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূতগণ উপস্থিত ছিলেন- রাশিয়া, কাজাকিস্তান, তুর্কিমেনিস্তান, বাহরাইন, কাতার, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, লেবানন, সুদান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, সেনেগাল, আফগানিস্তান, ভারতসহ অন্যান্য দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতগণ। ২০-২৫টি দেশের ডিসিএম এবং ডিফেন্স অ্যাটাচিগণও উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিমানের রিজিওনাল ম্যানেজার শেখ জামশেদ আলী ও স্টেশন ম্যানেজার হাবিবুর রহমানসহ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আলী নূর, ড. মঞ্জুরুল ইসলাম, অধ্যাপক অহিদুল করিম, সৈয়দ আনিসুর রহমান, মোঃ শাহাদাত মুন্সি, শাহাজান চঞ্চল, চ্যানেল আইয়ে প্রতিনিধি ফখরুল বাসার মাসুম, মিলি বাসার, একেএম আবদুল বাতেন, মিজানুর রহমান কমল, মুসা খান বাবু, সাংবাদিক আবুল বশির, সম্পাদক শরীফ হোসেনসহ রিয়াদ সংস্কৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ।

হুমায়ুন কবির, রিয়াদ, সৌদি আরব

চি ন

Great wall

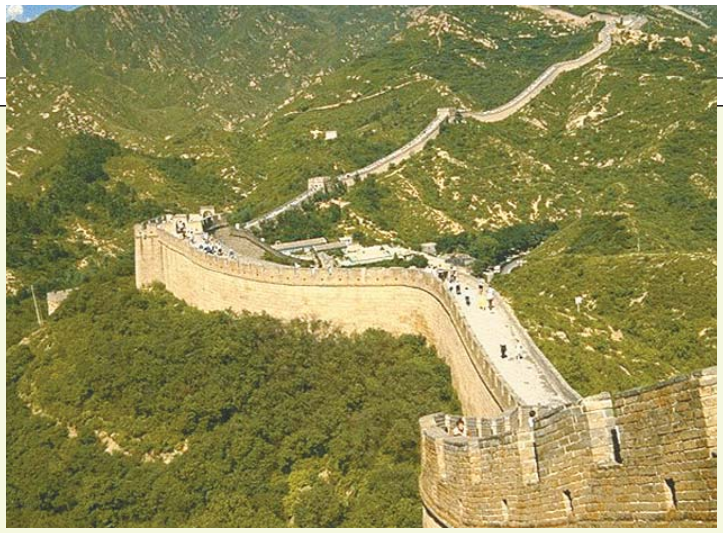

'মা' ওঠো 'মা' ওঠো, ঘেয়ো ওয়া চুগোক্কোনি ইহিতাই আমার ৬ বছরের মেয়ে মিত্রা, ও কথা বলে বলে আমাকে ধাক্কাচ্ছে। বেশ হাসি পাচ্ছে। বাংলা এবং জাপানিজ মিলিয়ে কথা বলে মেয়েটি, শুনতে বেশ ভালোই লাগে। আমি আসলে অনেক আগে থেকেই জেগে ছিলাম। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা আর কি, যাকে বলে সুখ ঘুম। কোথাও যাবার Program থাকলে আমার টেনশনে একদম ঘুম হয় না। আমার মেয়েটিও সম্ভবত তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর তাই তো ভোর ৫টা থেকে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আমার Mr. যেনো সম্পূর্ণ তার বিপরীত। ও বলে সারাটা দিন অনেক ধকল যাবে, ভালো করে ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে নেই।

আজ আমরা চীন যাবো বেড়াতে। একটি প্যাকেজ ট্যুরে যাচ্ছি। আসলে প্যাকেজ ট্যুরের মজাই আলাদা। শুধু টাকা দিয়ে দিলেই হলো ভিসা, টিকেট, হোটেল কোনো কিছুর ঝামেলা নেই। টাকা যদিও বেশি লাগে তবুও অনেক শান্তি। সন্ধ্যা ৭টায় আমাদের ফ্লাইট ইউনাইটেড Air lines-এ করে রওনা হলাম। জাপান থেকে চীন মাত্র ৩ ঘণ্টার পথ। ফ্লাইট পিকিং Land করার সঙ্গে সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলাম, এতো সুন্দর ভাবতেও পারছি না। Emigration-এর সামনে Great wall-এর এতো সুন্দর ছবি টানিয়ে রেখেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। আসলে আমরা জাপানে চাইনিজদের তেমন একটা পাত্তা দেই না, বলা যেতে পারে বেশ ছোট চোখে দেখি। কেননা জাপানে মেডিকেল পরিষ্কার, নকল এলাইন কার্ড বানানো, সমুদ্র পথে বোটে করে লুকিয়ে জাপানে আসা ইত্যাদি সমস্ত কাজগুলো এরাই করে থাকে। অন্যান্য জাতিরা করলেও তাদের সংখ্যা খুবই ন্যূনতম।

জাপান, চীন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া- এই দেশগুলো এশিয়া মহাদেশের মধ্যে পড়ে। এই দেশগুলো আমি ঘুরেছি এবং এয়ারপোর্টের নিয়ম শৃঙ্খলা দেখেছি। আমাদের Zia Airport প্রথম তৈরি হবার পর বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো এশিয়ার বিখ্যাত বিমান বন্দর। বিশ্বাসও করেছিলাম। এখন এশিয়ার অন্যান্য বিমান বন্দরের অবস্থা দেখে আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। সত্যিই যেনো Zia Airport এশিয়ার বিখ্যাত। এ শুধু এশিয়ার বিখ্যাত নয় বিশ্ব বিখ্যাত। পেছনের দিক দিয়ে বিখ্যাত।

রাত ১১টার দিকে হোটেলের উদ্দেশে বাসে করে রওনা হলাম। আমাদের টিমের মধ্যে শুধু আমরাই ছিলাম বিদেশী, বাকি অন্যান্য সবাই ছিল জাপানিজ। বাসে আমাদের গাইড চীন সম্পর্কে বিভিন্ন তথা এবং চীনের আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারণা দিল। ২০ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছালাম।

প্রথম দিন আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো Summer palace-এ। আজ থেকে ২০০০ বছর আগে এর সৃষ্টি। তৎকালীন রাজা গরমের সময় এই Palace-এ বসবাস করতেন। পুরো Palace পায়ে হেঁটে ঘুরে আসতে সময় লাগবে ২৪ ঘণ্টা। Palace-এর সামনে বিরাট লেক কেটেছে যা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত দেখে মনে হয় যেন নদীরই একটি অংশ। আমরা Winter-এ গিয়েছিলাম- তাপমাত্রা ছিলো মাইনাস ১২ ডিগ্রি। স্বাভাবিকভাবেই পুরো লেক জমে বরফ হয়েছিলো। সবাই তার ওপর দিয়ে হাঁটছে। লেকের পাশেই পাহাড় আঁকা-বাঁকা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই উপভোগ করার মতো।

দ্বিতীয় দিন Great wall দেখার জন্য গিয়েছিলাম। মূলত যা দেখার জন্যই এখানে আসা। ইতিহাসে যা শুধু পড়েছি আর ছবি দেখেছি। পৃথিবীর ৭ম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। আমার মেয়ে ও তার বাবা 'ওয়াও দুগোই' বার বার বলতে লাগলো। Great wall -এর দৈর্ঘ্য ৬৭৭০ কিঃ মিঃ। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে। আজ থেকে ২৩০০ বছর আগে কিভাবে বানিয়েছে আর কিভাবেই বা এটা সম্ভব! আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বে আমাদের সোনার বাংলা একটি বাঁধ দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়। একটি সামান্য Under pass করতে ২ বছর সময় লাগে। সামান্য যমুনা ব্রিজ তৈরি করে এশিয়ার বিখ্যাত ব্রিজ বলে জাহির করে। যা নাকি হতভাগ্য বাঙালি জাতির ভ্রমণস্থল। এসব কথা ভেবে মন খারাপ করতে চাই না। Great wall-এর একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত যাওয়া যায়। তার ওপর আর যেতে দেয়া হয় না। wall-এর গা ঘেঁষে ছোট ছোট জানালার মতো কাটা আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে এতো বাতাস। হাঁটাই মুশকিল। মনে হয় পুরো wall যেন দোলনার মতো দুলছে। শীতে এখানে তাপমাত্রা মাইনাস ১৫-৩০। Great wall দেখে হোটেলে ফেরার সময় রাস্তাটি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এক সঙ্গে ১০টি অর্থাৎ একই সঙ্গে ১০টি গাড়ি চলতে পারবে। এর দৈর্ঘ্য ৮০০ কিঃ মিঃ। তখন মনে পড়ছিলো সোনার বাংলার সংসদ ভবনের সামনের রাস্তাটির কথা। পত্রিকায় পড়েছিলাম এশিয়ার সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা। ১ কিঃ মিঃ নয় রাস্তা, কি করে এশিয়ার সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হলো তা মাথায় এলো না।

শাহনাজ পারভিন
Tokoy

সন্ত্রাসী ঘটনার নীল নকশা জার্মানিতে তৈরি করা হয়নি এবং জার্মানি থেকে পরিচালনাও করা হয়নি। সন্ত্রাসের ঘাঁটি হিসেবে জার্মানি সম্পর্কে যে সব গুজব আন্তর্জাতিক বাজারে ছড়ানো হচ্ছে, তা সবই ভুয়া। মাদ্রিদের সন্ত্রাসী ঘটনায় যে মরোক্কান ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে সে যদিও অল্প কিছুদিন জার্মানির ডার্মস্টাড্‌ট শহরে এক বন্ধুর বাসায় অবস্থান করে, কিন্তু পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় রেসিডেন্ট পারমিটের জন্য তার আবেদন জার্মান সরকার কর্তৃক আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর সে চলে যায় স্পেনে এবং সেখানে সে ছাত্রভিসা পেয়ে বসবাসের অনুমতি লাভ করে। কিন্তু জার্মানিতে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাণ হওয়ার পরও আটাশ বছর বয়স্ক এই ছাত্র কীভাবে জার্মানির অধিবাসী নিবন্ধন রেজিস্টারে নিজের নাম নিবন্ধন করতে সক্ষম হলো তা কিন্তু রহস্যময়ই রয়ে গেছে। সমস্যাটির শুরু এখানেই। জার্মানির মতো একটি কঠোর অভিবাসন আইনের দেশে, যেখানে আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা ছাড়া একজন বিদেশীর পক্ষে বৈধ কাগজপত্র অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, সেখানে এই মরোক্কান ছাত্র ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরও কীভাবে

অধিবাসী নিবন্ধন তালিকায় নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হলো? জঙ্গিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক ইসলামী জঙ্গিকে কেন জার্মানি থেকে এখনো বহিষ্কার করা হচ্ছে না? এমন হাজারো প্রশ্নে জার্মান মিডিয়াগুলোতে বর্তমানে তুলকালাম কান্ড।

ইসলামী উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর বেশিরভাগ সদস্য এ দেশে ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশনের আওতায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করে। রাজনৈতিক আশ্রয় আইন এবং সন্ত্রাস দমন আইন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। তালিকাভুক্ত বেশ কিছু দেশের নির্যাতিত নাগরিক, নিজ দেশে ফিরে গেলে যাদের সুনিশ্চিতভাবে কারা বা মৃত্যুদন্ডের মুখোমুখি হতে হবে, তারা জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। সন্ত্রাসীরা জার্মানির মানবিক আইনের এই সুযোগটিই গ্রহণ করে। একজন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার যথেষ্ট সন্দেহজনক কারণ থাকলেও কোনো সমস্যা ছাড়াই জার্মানিতে ততক্ষণ অবস্থান করতে পারে, যতক্ষণ তার রাজনৈতিক আশ্রয় মামলা ঝুলে আছে এবং পুলিশ তাকে বহিষ্কার করার কোনো কারণ খুঁজে না পাচ্ছে। জার্মান পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার পরিসংখ্যানে এ ধরনের সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীর সংখ্যা এ দেশে ২৭০ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের সবার কর্মকান্ড যদি সত্যিকারভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তাহলে প্রয়োজন হবে প্রতি সন্ত্রাসীর জন্য ৩০ জন করে অতিরিক্ত পুলিশ এবং বছরপ্রতি ২ লাখ ৫০ হাজার বাড়তি কর্মঘন্টা। যা একেবারেই অসম্ভব। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসীদের টেলিফোনে আড়িপাতা, ব্যাংক হিসাব নম্বরে নজরদারি করা ইত্যাদিও এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রিপেইড টেলিফোনের যুগে যে কেউ ভুয়া নামে টেলিফোন ব্যবহার করতে পারে। সন্ত্রাসীরা জার্মানিতে আরেকটা সুবিধা ভোগ করে তা হলো এ দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষগুলোর পৃথক কর্মপদ্ধতি। বিভিন্ন সংস্থার কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। আবার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সব কর্তৃপক্ষ যদি একত্রিতভাবে কাজও করে তাতেও কোনো লাভ হবে না, কারণ জার্মানির প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে কোনো অবস্থাতেই হয়রানি করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার দ্বারা নিয়মবহির্ভূত কোনো কিছু ঘটছে। তাছাড়া সন্ত্রাসীরা কথা বলে আকারে ইঙ্গিতে, পেশায় ছাত্র বা শ্রমিক, জীবনযাপন পদ্ধতি অনেকটাই ইউরোপীয় ধাঁচের। ১১ এপ্রিল ২০০২ তারিখে সন্ত্রাসীরা জেরবাতে যে বোমা হামলা চালায় তার মাত্র ১০০ মিনিট আগে জার্মান কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের কথাবার্তা টেপ করেছিল। অপারেশনের ঠিক আগে বোমা হামলাকারী টেলিফোন করে তার সহযোগীদের 'দোয়া প্রার্থনা' করে। আরবি পরিভাষার শুধু 'দোয়া' শব্দটির অর্থ তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করতে না পারায় জার্মান কর্তৃপক্ষ টেপটির ওপর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলাফল যা হবার তাই হলো- ২১ জন নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু।

জার্মানিতে বর্তমানে প্রায় ৩১ হাজার ইসলামী জঙ্গি তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আবার বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। মিশরে গঠিত প্যালেস্টাইনি গুপ্ত সন্ত্রাসী গ্রুপ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ১২৫০ জন সদস্য রয়েছে জার্মানিতে, যাদের অঙ্গসংগঠন হামাস ইসরাইলে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ। অন্য দেশটি প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাসী চক্র হিজবুত তাহিরের ১৫০ জন সদস্যও জার্মানিতে সক্রিয়। দলটির উদ্দেশ্য তথাকথিত খালিফাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন। দলটিকে জানুয়ারি ২০০৩-এ জার্মানিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অন্য একটি জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের ১০০ জন সদস্য জার্মানিতে সক্রিয় আছে। এই দলের সদস্য মূলত ইসলামী কুর্দিরা যারা ইরাকের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন কুর্দিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য এবং আদর্শগত দিক থেকে এই দলটি আল-কায়েদার অনুসারী। আনসার আল ইসলামের অনেক সদস্য সরাসরি যুদ্ধ করার জন্য জার্মানি থেকে ইরাকের রণাঙ্গনে চলে যায়। জার্মান নিরাপত্তা সংস্থা মনে করে বর্তমানে ইরাকের অনেক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই এই গোপন সংগঠনের সদস্যরা জার্মানি থেকে পরিচালনা করে থাকে।

এদিকে মাদ্রিদের ঘটনার পর জার্মান বিরোধী জোট অভিবাসন আইনের ব্যাপক সংস্কারের দাবি নিয়ে আবার উঠে পড়ে লাগে। তারা সরকারকে প্রবলভাবে চাপ প্রয়োগ করে অভিবাসন আইনের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অবিলম্বে পরিবর্তন করার জন্য। সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ, মুসলিম চরমপন্থীদের ব্যাপারে সরকার মোটেও কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাদের দাবি একজন মুসলিম সন্ত্রাসীকে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করার জন্য শুধু তার 'সন্দেহজনক গতিবিধি এবং কর্মকান্ড' যথেষ্ট বলে বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া অবৈধভাবে যারা এ দেশে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবে তাদের মুক্তভাবে চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। জোট আরো দাবি করে যে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের ভিসা প্রদানের সময় জার্মান দূতাবাসের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিশেষ জেরার মুখোমুখি হতে হবে। জার্মানিতে আগমনের পর যদি তার কাগজপত্রে সামান্যতম চাতুর্যতা ধরা পড়ে তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। কোনো অপরাধে যার এক বছরের বেশি কারাদন্ড হবে তাকে সরাসরি তার দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে একবার কেউ বহিষ্কার হলে তাকে বর্তমান প্রচলিত আইনে আর নির্দিষ্ট মেয়াদে নয় বরং আজীবনের জন্য এ দেশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করতে হবে। যার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের কারণ তৈরি হবে তার পরিবারের লোকজনদেরও এ দেশে প্রবেশের অনুমতি বাতিল করতে হবে। সন্দেহজনক তালিকায় নেই এমন অভিবাসীদেরও ধর্ম ও গোত্র সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। অপরপক্ষে কোয়ালিশন সরকার এতোদিন কিছুটা উদারপন্থী নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতি ছিল। তারপরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অটো শিলি বলেন, শুধু সন্দেহজনক কর্মকান্ডের জন্য কোনো ব্যক্তিকে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করা হবে না। বহিষ্কার করা হবে শুধু তাদের, যারা জার্মানির নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিপজ্জনক। সরকারপক্ষ এতোদিন নিজেদের মতে বেশ অটলই ছিল। কিন্তু মাদ্রিদের ঘটনার পর সুযোগ নেয়া বিরোধীপক্ষের চাপে সরকারপক্ষ সমঝোতা করার ঘোষণা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। আর জার্মানিতে বসবাসরত কে না জানে অভিবাসন প্রশ্নে বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারের সমঝোতার অর্থই হলো ইসলামী জঙ্গিবাদ দমনের নামে এ দেশে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক শান্তিপ্রিয় মুসলমান অভিবাসীদের জীবনযাপনের ওপর নজরদারী-খবরদারি ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।

অভিবাসন আইন হয়তো এখন ইউরোপের সব দেশেই কঠিন থেকে কঠিনতর হবে। মাদ্রিদেও ট্রেনে বোমা হামলার খবর যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন মাদ্রিদের ট্রেনে ভ্রমণরত সব ট্রেন যাত্রীদের মোবাইল ফোন প্রায় একই সময় বেজে ওঠে। শহরের সর্বত্র আত্মীয় স্বজনদের উৎকণ্ঠার জবাব- 'চিন্তা করো না, আমি ভালো আছি'। কিন্তু প্রায় তিনশ' হতভাগ্য মানুষের মৃতদেহের পকেটের মোবাইলগুলো যখন একাধারে বেজেই চলছিল তখন নির্বাক জনগণের কিছুই করার ছিল না। কল্পনায় হয়তো তারা দেখতে পাচ্ছিলেন কোনো অশুভ ছায়া, যা ইউরোপে কারো জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে না।

মোঃ ইসমাইল হোসেন (বাবু)
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

এভাবেই গাদাগাদি করে আমাদের থাকতে হয়

কো ।রি ।য়া

আশায়া আশায় দিন কেটে যায়

এভাবেই দিন কাটে, দিন কেটে যায়
আশায় আশায়
কবি বলেছিলেন-

শীর্ণ শান্ত, সাধু পুত্রদের ধরে/ দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে/ সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী/ রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিমান করে বাংলা মায়ের সন্তানেরা মানুষ হবার জন্য গৃহ ছেড়ে, মাতৃভূমির সীমারেখা ছাড়িয়ে বিদেশ যাত্রা শুরু করেছিল কিনা জানি না, বর্তমানে ভাগ্যের অন্বেষণে ইউরোপ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, জাপান, কোরিয়া মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশীরা ভিড় জমিয়েছে। দেশে স্থায়ীভাবে বিরাজমান অস্থিরতা, অব্যবস্থা ও জীবনের অনিশ্চয়তা বাধ্য করছে মানুষকে দেশ ছাড়তে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচবার জন্য মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। বেসরকারিভাবে ব্রোকারের মাধ্যমে সাত থেকে আট লাখ টাকা দিয়ে তিন মাসের ভিসা নিয়ে আসছেন অনেকেই কোরিয়াতে। এখানে ভিনদেশী শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশীরা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরিশ্রমী ও দায়িত্ববান হিসেবে আমাদের দেশের শ্রমিকদের এখানে সুনাম আছে। কলকারখানার কাজে বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাহিদা রয়েছে, তবে বর্তমানে কোরিয়ান ইমিগ্রেশনের নতুন আইন অনুযায়ী এক বছরের উপরে ও পাঁচ বছরের নিচে অবস্থানরতরা ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছে বা পেয়েছে আর পুরাতনদের বাধ্যতামূলক দেশে ফিরে যেতে হবে। আইন অমান্য করে অবস্থানকারী এবং তাদের আশ্রয়দাতা উভয়ের বিরুদ্ধেই দন্ড বিধান করা হয়েছে। ফলে পুরাতন শ্রমিকেরা চাকরিসহ বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এখানে আমাদের বরাদ্দ কাজগুলো সবই অমানুষিক পরিশ্রমের ও ঝুঁকিপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিচে একদিনে বারো-তেরো ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কোম্পানির কাজ বেশি থাকলে বাধ্যতামূলক চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা কাজ করতে হয় শারীরিক সুস্থতা অসুস্থতার কথাতো দূরের কথা, দেশে আপনজনের মৃত্যু সংবাদে মানসিকভাবে বিপর্যস্তের দরুন এক বেলা কাজে অনুপস্থিত হওয়ায় কারো চাকরি গেছে এমন কথাও অস্বাভাবিক নয়। মধ্যপ্রাচ্য মালয়েশিয়া থেকে উচাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোরিয়াতে আসা বাঙালি কিছু শ্রমিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকায় আলাপে জানতে পারি ওসব দেশের সঙ্গে কোরিয়ার কাজের পরিশ্রমের আকাশ পাতাল ব্যবধান। এখানে আমাদের আবাসন অত্যন্ত অস্বাস্থকর। কোম্পানির তরফ থেকে মালসামগ্রী বহনে ব্যবহৃত কনটেইনার কেটে দরজা জানালা বানিয়ে কোম্পানির আশপাশে অথবা খোলা রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়ে তাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। অনেকেরই রাত্রি যাপন এক জায়গায় আর বাথরুম ও টয়লেটের ব্যবস্থা হয় আরেক জায়গায়। শীতার্ত প্রতিকূল আবহাওয়া ছাড়াও ভাষা এখানে একটা বড় প্রতিকূলতা। কোরিয়ানরা একেবারেই ইংরেজি না বোঝার ফলে কর্মক্ষেত্রসহ সব বিষয়েই ভীষণ বিপদে পড়তে হয়। দরিদ্র জাতি হিসেবে অবহেলা, দুর্ব্যবহার, কাজ শেষে চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক না পাওয়া, এ ধরনের অবিচারের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। তবে সময়ের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ান, ফিলিপিন্স, চাইনিজ, রাশিয়ানসহ বিভিন্ন দেশের বিদেশী শ্রমিকরা কোরীয় সমাজে নীরবভাবে এক নতুন সংযোজন এই বিদেশী শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রয়োজনেই স্বাভাবিকভাবে এখানে উঠেছে Foreign labour counseling বহু সংগঠন আছে যারা বিদেশী শ্রমিকদের সমস্যাসমূহ নিরসনে কাজ করছে।

কাজই কোরিয়ানদের ধর্ম। প্রকৃত ধর্মকর্মে উৎসাহ এদের মাঝে খুব একটা দেখা যায় না। খ্রিষ্টান ছাড়া এদের মধ্যে এক বিরাট অংশ নন্ বিলিভারস্ অল্প কিছু মুসলিম আছে, বিদেশী মুসলিমদের উদ্যোগে এখন এখানে বেশ কিছু মসজিদ গড়ে উঠেছে। কাজের চাপে সময় হয়ে ওঠে না বলে এখানে আমরা যারা বাঙালি আছি তাদের মধ্যে বড় আকারে কোনো মিলন মেলার আয়োজনও হয়ে ওঠে না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও অনেককে কাজ করতে হয় তবুও মাঝে মাঝে ছুটির দিনগুলোতে বন্ধুরা মিলে আনন্দে মেতে উঠি। তবে তা ঘরোয়া পরিবেশ বা পরিসরে হয়ে থাকে বলে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ওয়ে ওঠে না। নিজস্ব সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিকতা বা উপস্থাপনা দৃশ্যত না হলেও খাওয়া খাদ্যে এখানেও আমরা বাঙালিই থাকছি। এখানে কেউ কেউ বিয়ে করে বৈধ হয়েছেন বা নাগিরকত্ব লাভ করেছেন তারা ডাল, ইলিশ থেকে শুরু করে আম, পেয়ারা পর্যন্ত আমদানি করে বাঙালি প্রবাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। এতে অবশ্য তারা মোটা অঙ্কের লাভ নিয়ে থাকেন তবুও শুঁটকি আর কৈ আমাদের বাঙালি করে রাখে তিন বেলা এই বা কম কি। আমেরিকাতে যেমন 'থ্রি ডাব্লিউ' অর্থাৎ ওয়েদার, ওয়াইফ আর ওয়ার্কের নিশ্চয়তা নেই তেমনি কোরিয়াতে ইমিগ্রেশনের মতিগতির ঠিক নেই যখন তখন পাকড়াও করে দেশে পাঠিয়ে দেয় বলে কেউ খুব সহজে স্ত্রী, পরিবার নিয়ে এসে একত্রে বাসের চিন্তা করতে পারেন না। আমরা অনেকেই স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে বিচ্ছেদের কষ্টে অশ্রুসিক্ত চোখে দিন কাটাচ্ছি আবার কেউ তরুণ বয়সে এসে দীর্ঘাবস্থানে যৌবন ও জীবন ক্ষয় করছি দেশের অব্যবস্থা, সন্ত্রাস বিনিয়োগের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সর্বোপরি জীবনের অনিশ্চয়তা আমাদের শঙ্কিত ও অসহায় করে তুলেছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দিনের শেষে কষ্টার্জিত অর্থে দেশে পরিবারের কিছুটা হলেও সচ্ছলতা মনে সুখের দোলা দেয়। সে দোলার কেউ স্বপ্ন দেখায় আগামীর সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। দিন কেটে যায় আশায় আশায়।

মুকুল
দক্ষিণ কোরিয়া
Saleon near@yahoo. Com.